Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 20-04-2026 15:30 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৬ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার ২০ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩১৮ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল জাপান! জারি সুনামি সতর্কতা

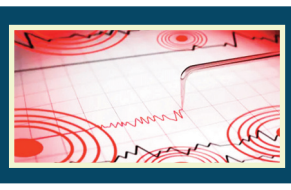

ভারতীয় জাহাজে 'বন্ধু' ইরানের হামলা, হরমুজ নিয়ে বিশেষ সতর্কবার্তা নৌসেনার

লেবাননে যিশু খ্রিস্টের মূর্তি ভাঙলেন ইজরায়েলি সেনা

সুপ্রিম নির্দেশ মানছে না ট্রাইব্যুনাল

হাইকোর্টের ব্যাখ্যা চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর মামলার জট কাটাতে সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশের পরেও কাটল না অচলাবস্থা। ট্রাইব্যুনালে আইনজীবীদের প্রবেশে বাধা এবং বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগে সোমবার ফের সরব হল শীর্ষ আদালত। এই পরিস্থিতিতে খোদ কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে জবাবদিহি চাইতে চলেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ সঠিকভাবে কার্যকর না হওয়ায় তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেছে বেঞ্চ। আদালতে মামলাকারীর আইনজীবী দেবদত্ত কামাতের অভিযোগ, ট্রাইব্যুনালে কোনও আইনজীবী বা আবেদনকারীকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সশরীরে শুনানির বদলে পুরো বিষয়টিই যান্ত্রিকভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এই অভিযোগ শুনে বিরক্তি প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর মামলা নিয়ে প্রায়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। আমরা নির্দেশ জারি করেছি। তা সত্ত্বেও কেন প্রায় প্রতি দিন আদালতে নতুন নতুন আবেদন করা হচ্ছে?' জবাবে আইনজীবী কামাত সরাসরি বেঞ্চকে জানান, 'বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হচ্ছে, কারণ, আপনাদের নির্দেশ মতো কাজ হচ্ছে না। ট্রাইবুনাল আবেদনগুলি কম্পিউটারে বিবেচনা করছে।' এই সওয়াল শোনার পরেই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত স্পষ্ট জানান, পুরো বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের

বক্তব্য জানতে চাইবেন তিনি। উল্লেখ্য, এসআইআর সংক্রান্ত তথ্যগত অসঙ্গতি মেটানোর মূল দায়িত্ব কলকাতা হাই কোর্টকেই দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। হাই কোর্টের তত্ত্বাবধানে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা ইতিমধ্যে ৬০ লক্ষাধিক নামের নিষ্পত্তি করলেও বিপত্তি দেখা দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল পর্যায়ে। তালিকা থেকে বাদ পড়ারা সেখানে নতুন করে আবেদন জানালেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, ভোটগ্রহণের দুদিন আগে পর্যন্ত যাঁদের নাম ট্রাইব্যুনাল অনুমোদন দেবে, তাঁরাও ভোটাধিকার পাবেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের দরজা বন্ধ থাকায় সেই প্রক্রিয়া এখন বিশ বাঁও জলে। নিয়ম মেনে কাজ শুরু না হওয়ায় এখন শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপই শেষ ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে বঞ্চিত আবেদনকারীদের কাছে। সরাসরি কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির থেকে জবাব চাওয়ার এই কড়া পদক্ষেপ বিচারবিভাগীয় স্তরে বড়সড় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আদালতের নির্দেশ অমান্য হওয়ার এই ধারা কবে থামবে, সেটাই এখন দেখার।

বাণিজ্য জট কাটাতে ফের বৈঠকে ভারত-আমেরিকা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ফের মুখোমুখি হচ্ছে ভারত এবং আমেরিকা। সোমবার থেকে ওয়াশিংটনে শুরু হচ্ছে তিন দিনের হাই-ভোল্টেজ বৈঠক। ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্কনীতির ধাক্কায় আগের খসড়াটি এখন কার্যত বিশ বাঁও জলে। তাই বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপটে চুক্তির প্রতিটি শর্ত পুনর্বিবেচনা করতে চাইছেন দু'দেশের কূটনীতিকরা। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাণিজ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব দর্পণ জৈন। ১২ জন পদস্থ আধিকারিককে নিয়ে তিনি ইতিমধ্যেই আমেরিকার পথে। আসলে সব হিসেব ওলটপালট করে দিয়েছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের একটি সাম্প্রতিক রায়। ট্রাম্পের পুরনো শুল্কনীতি আদালত নাকচ করে দেওয়ার পর, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে সব দেশের ওপর ঢালাও ১০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ওয়াশিংটন। পিটিআই সূত্রের খবর, এই বিশেষ পরিস্থিতির কারণেই ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চুক্তির খসড়াটি নতুন করে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আগের খসড়ায় ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করার কথা বলেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। বিনিময়ে মার্কিন পণ্যে ছাড় দেওয়ার কথা ছিল দিল্লিরও। কিন্তু নতুন 'ফ্ল্যাট ১০ পার্সেন্ট' শুল্কের জেরে ভারত যে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছিল, তা এখন প্রশ্নের মুখে। গত কয়েক মাস মুখোমুখি বৈঠক না হলেও দু'পক্ষের মধ্যে পর্দার আড়ালে ভার্চুয়াল আলোচনা জারি ছিল। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যসচিব রাজেশ অগ্রবাল জানিয়েছেন, 'সামনাসামনি না-বসলেও দু'পক্ষের মধ্যে ভার্চুয়াল আলোচনা হয়েছে এই পর্বেও।' ফেব্রুয়ারিতে প্রস্তাবিত বৈঠকটি স্থগিত হওয়ার পর এই সোমবারের আলোচনার দিকে তাকিয়ে আছে বাণিজ্য মহল। যখন খসড়া তৈরি হয়েছিল, তখন ভারত অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও এখন ছবিটা ভিন্ন। মার্কিন মুলুকে সব দেশের জন্য সমান শুল্ক কার্যকর হওয়ায় ভারতের দর কষাকষির জায়গাটি নতুন করে সাজাতে হচ্ছে।

প্রায় ৮০০ কর্মীকে গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় হাইকোর্টে তৃণমূল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ নির্বাচন কমিশনের কোপে কি রাজ্যের শাসকদলের ৮০০ কর্মী? লোকসভা ভোটের মুখে এমনই বিস্ফোরক আশঙ্কাপ্রকাশ করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের কর্মীদের গ্রেফতারি রুখতে আদালতের দ্রুত হস্তক্ষেপ চাইলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। আগামী বুধবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। তৃণমূলের দাবি, তাদের প্রায় ৮০০ জন সক্রিয় কর্মীকে নজরে রেখেছে কমিশন। যেকোনোও সময় তাঁদের গারদে পোরা হতে পারে। আদালতে দাঁড়িয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সওয়াল, 'ওই তৃণমূল কর্মীদের গ্রেফতারির আশঙ্কা করা হচ্ছে।' বস্তুত, ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই এই নিয়ে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি নির্বাচনী সভা থেকে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছিলেন। মমতার কথায়, 'অনেককে গ্রেফতার করার চেষ্টা হবে।' এমনকি কমিশনের শীর্ষ স্তর থেকে এই গ্রেফতারির নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি। মমতার সেই আশঙ্কাই এবার আইনি লড়াইয়ের পথে হাঁটল। কমিশনের অতিসক্রিয়তা রুখতে হাই কোর্টের রক্ষাকবচই এখন ঘাসফুল শিবিরের একমাত্র ভরসা। বুধবারের শুনানির দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। আদতে কমিশন এমন কোনও পদক্ষেপ করবে কি না, না কি আদালতের হস্তক্ষেপে স্বস্তি পাবে শাসকদল, এখন সেটাই দেখার।

আজ থেকে কলকাতায় প্রচারে তৃণমূল সুপ্রিমো

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ এক মাসের জেলা সফর সেরে আজ তিলোত্তমার রাজপথে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের কর্মসূচি শেষ করেই বিকেলে বেলেঘাটায় পৌঁছবেন তিনি। বেলেঘাটার প্রার্থী কুণাল ঘোষ এবং মানিকতলার প্রার্থী শ্রেয়া পান্ডের সমর্থনে প্রথম সভাটি করবেন তৃণমূল নেত্রী। গত ২৩ মার্চ থেকে একটানা জেলায় প্রচার চালিয়েছেন তিনি। এবার লক্ষ্য কলকাতা জয়। বেলেঘাটার জনসভা সেরে সন্ধ্যায় নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে ফিরবেন মমতা। শেক্সপিয়ার সরণি থেকে মিছিল করে গিয়ে অ্যালেন পার্কে সভা করার কথা তাঁর। জনজোয়ারে পা মিলিয়ে ভবানীপুরবাসীকে বার্তা দেবেন খোদ প্রার্থী। নেত্রীর দাবি, জেলায় ঘুরে তিনি বুঝেছেন 'জয়ের বিপুল সাফল্য যে তৃণমূলের ঝুলিতে আসতে চলেছে তার ইঙ্গিত মাটিতে নেমেই পেয়েছেন'। এই সাফল্যের ছন্দ বজায় রাখতেই এবার শহরের অলিতে-গলিতে ঘুরবেন তিনি। কলকাতার জন্য ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। মাঝে একবার হলদিয়া সফর সেরে ফের ২৭ তারিখ পর্যন্ত

তিলোত্তমায় টানা প্রচার চালাবেন তিনি। আগামী ২৩ এপ্রিল শ্রীকলোনি যুব সংঘের ময়দানে যাদবপুরের দেবব্রত মজুমদার ও টালিগঞ্জের অরূপ বিশ্বাসের সমর্থনে সভা করবেন। তার পরদিন অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল এক ঐতিহাসিক মিছিলের সাক্ষী থাকতে চলেছে শহর। সুলেখা মোড় থেকে গড়িয়াহাট হয়ে হাজরা পর্যন্ত সেই মিছিলে হাঁটবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈশাখের তীব্র দহন উপেক্ষা করেই দলীয় প্রার্থীরা আশাবাদী যে, মমতার পদযাত্রায় 'তিল ধারণের জায়গা থাকে না'। সেই পরিচিত জনসমর্থনের ছবি ফের দেখতে মুখিয়ে রয়েছে শাসকদল। সব মিলিয়ে ভোটের পারদ চড়ছে খাস কলকাতায়। ফাইল ফটো।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 20-04-2026 15:30 Page 2

পৃথিবীর মানচিত্রে ১০ রহস্যময় স্থান

যেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পৃথিবীর মানচিত্রে এমন কিছু বিন্দু রয়েছে, যেখানে বিজ্ঞান অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। থমকে দাঁড়ায় যাবতীয় যুক্তি। এই রহস্যময় জায়গাগুলো যুগ যুগ ধরে মানুষকে আকর্ষণ করে চলেছে। আবার ভয়ে সিঁটিয়েও রেখেছে। এখানে কেউ একবার প্রবেশ করলে, ফিরে আসে না আর কখ নওই। কেউ কেউ মনে করেন, এই সব স্থানে প্রকৃতির কোনও নিয়ম খাটে না। আবার কেউ বলেন, এগুলি নাকি ভিনগ্রহীদের গোপন আস্তানা ! যুক্তি আর লোকগাথার সেই ধূসর সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর অজানা এই ১০ বিভীষিকা।

আওকিগাহারা ফরেস্ট, জাপান ঃ মাউন্ট ফুজি-র পাদদেশে এই ঘন অরণ্য 'সুইসাইড ফরেস্ট' নামে পরিচিত। গাছের শিকড় এখানে মাটির ওপর জালের মতো ছড়িয়ে থাকে। কম্পাস্ও এখানে কাজ করে না। প্রতি বছর বহু মানুষ এই জঙ্গলে ঢোকেন, যাঁদের হদিস আর কোনওদিন কেউ পান না।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল ঃ আটলান্টিক মহাসাগরের এই নির্দিষ্ট অংশটি জাহাজ এবং বিমান নিখোঁজ হওয়ার জন্য কুখ্যাত। ফ্লোরিডা, পুয়ের্তো রিকো এবং বারমুডার মধ্যবর্তী এই এলাকায় প্রবেশ করে বহু যান স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। কোনও ধ্বংসাবশেষের চিহ্নও কোনওদিন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি কারও পক্ষে।

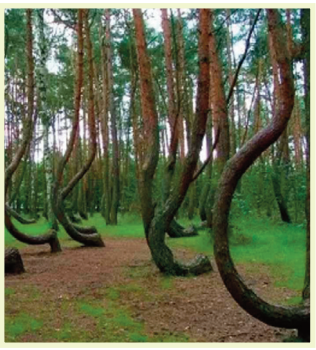

হোইয়া বাসিউ ফরেস্ট ঃ রোমানিয়ার এই বনভূমিকে বলা হয় ট্রানসিলভানিয়ার বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল। এখানকার গাছগুলোর আকার অদ্ভুতভাবে বাঁকানো। স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন, এই বনে প্রবেশ করলে সময়ের জ্ঞান হারিয়ে যায়। অনেকে দাবি করেন, এখানে অদ্ভুত আলোর ছটা এবং ইউএফও দেখা যায়। আদতে যে সত্যিটা কী তা আজও রহস্যে ঢাকা।

বেনিংটন ট্রায়াঙ্গেল ঃ আমেরিকার ভার্মন্ট রাজ্যের এই পাহাড়ি এলাকাটি বেশ রহস্যময়। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে এখান থেকে বহু মানুষ হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল কিশোরী থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ শিকারিও। বনের ভেতরে ঠিক কী ঘটেছিল, তা আজও অজানা।

নাহান্নি ভ্যালিঃ কানাডার এই উপত্যকাকে বলা হয় 'অস্থিহীন মানুষের উপত্যকা'। বহু বছর আগে এখানে সোনার সন্ধানে গিয়ে বহু মানুষ প্রাণ হারান। সবথেকে ভয়ের বিষয় হল, তাঁদের দেহ পাওয়া গেলেও মাথা ছিল না। প্রাচীন জনজাতিরা বিশ্বাস করে, এখানে অশুভ কোনও শক্তির বাস রয়েছে।

দ্য ডেভিলস কেটলঃ আমেরিকার মিনেসোটা রাজ্যে একটি নদী দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একদিকের জল স্বাভাবিকভাবে নিচে পড়লেও অন্যদিকের জল একটি বিশাল গর্তে ঢুকে হারিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত ডাই বা জিপিএস ব্যবহার করেও সেই জল কোথায় যায় তা খুঁজে বের করতে পারেননি।

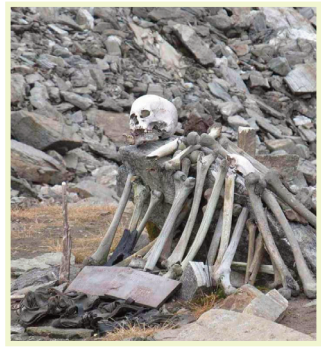

মারিয়ানা ট্রেঞ্চ ঃ প্রশান্ত মহাসাগরের অতল গভীরে অবস্থিত এই খাতটি পৃথিবীর গভীরতম বিন্দু। এর অন্ধকার তলদেশে জলের চাপ এতটাই বেশি যে সাধারণ মানুষের প্রবেশ অসম্ভব। সেখানে কী ধরনের প্রাণী বা অজানা জগত রয়েছে, তা আজও আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে এক পরম বিস্ময়।

ডোর টু হেল ঃ তুর্কমেনিস্তানের কারাকুম মরুভূমিতে অবস্থিত একটি বিশাল গর্ত। ১৯৭১ সাল থেকে এই গর্তে আগুন জ্বলছে যা নেভানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মিথেন গ্যাস আটকাতে আগুন জ্বালিয়েছিলেন। সেই আগুনের লেলিহান শিখা আজও নরকের দরজার মতোই ভয়ংকর রূপ নিয়ে জ্বলছে।

রূপকুণ্ড হ্রদ, ভারত ঃ উত্তরাখণ্ডের হিমালয়ের বুকে অবস্থিত এই হ্রদটি 'কঙ্কাল হ্রদ' নামে পরিচিত। বরফ গললেই এখানে শত শত মানুষের প্রাচীন কঙ্কাল ভেসে ওঠে। কয়েকশ বছর আগে এক বিশাল শিলাবৃষ্টিতে এত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বলে গবেষকরা দাবি করেন। স্থানীয়রা বিশ্বাস করেন, সেই মৃত আত্মারা আজও সেখানে নিঃশব্দে হেঁটে বেড়ায়।

নেভাদা ট্রায়াঙ্গেল, ইউএসএ ঃ লাস ভেগাস সংলগ্ন এই পাহাড়ি এলাকায় গত কয়েক দশকে প্রায় দু'হাজারের বেশি বিমান নিখোঁজ হয়েছে। শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ নাকি চৌম্বকীয় কোনও আকর্ষণ, ঠিক কী কারণে এখানে এসে অভিজ্ঞ বিমানচালকরাও পথ হারিয়ে ফেলেন, তা নিয়ে আজও বিস্তর বিতর্ক এবং জল্পনা চলে।

৯৬ বছরে প্রথম অক্ষরজ্ঞান

নয়া জামানা ডেক্স ঃ পরীক্ষা চলছে ক্লাসে, চারপাশে হাঁটুর বয়সী ছেলেমেয়ে। তাদের মাঝেই গিয়ে বসলেন নবতিপর এক বৃদ্ধা। চামড়া ঝুলে পড়েছে, জীবনের ভারে শরীর নুব্জ কিন্তু শেখার ইচ্ছায় অনায়াসে হার মানাবেন যে কাউকে। কাগজ নিলেন, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাতে নিলেন পেনসিল। হাত কাঁপছে কিন্তু মন একাগ্র । বয়স ৯৬, নয় দশকের জীবনে বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু ক্লাসে বসে ছাত্র হিসাবে এই তাঁর প্রথম পরীক্ষা। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে কেউই যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কার্তায়নী আম্মা ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন। যে মানুষটি জীবনের বেশিরভাগ সময় লিখতে পড়তে জানতেন না, তাঁর কাছে এই নম্বর যেন পরশপাথর, সাফল্যের সঙ্গে আম্মার অক্ষর পরিচয় । কেরালার আলাপুজ্জা জেলায় ১৯২২ সালে কার্তায়নী আম্মার জন্ম। দারিদ্র্যের কারণে পরিবারের বোঝা কাঁধে তুলে নিতে হয় খুব অল্প বয়সে। ইস্কুলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কালের নিয়মে বিয়ে হল। ছয় সন্তানের মা হলেন আম্মা। ঘরকন্নার কাজ সামলানোর পাশাপাশি, রাস্তায় ঝাড়ুদার হিসাবে কাজ করতেন আম্মা। মনে মনে পড়াশোনার অদম্য ইচ্ছা কিন্তু উপায় নেই। ৯০ বছর কেটে গেছে

এভাবেই। আর পাঁচজনের ক্ষেত্রে হলে পড়াশোনার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেত।আম্মার মেয়ে ৬০ বছর বয়সে অক্ষর পরিচয় শুরু করল। পরীক্ষায় পাশ করল। মেয়েকে দেখেই ৯৬ বছরের মা ভাবলেন মেয়ে পারলে আমিও পারব। এভাবেই শুরু হল আম্মার অক্ষরপরিচয়।৯৬ বছর বয়সে কেরালার অক্ষরালক্ষ্যম সাক্ষর অভিযানে নাম লেখালেন আম্মা। প্রবীণ ব্যক্তি যাঁরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত তাঁদের জন্যই কেরালা সরকার থেকে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।২০১৮ সালে কেরালা সাক্ষর অভিযানে প্রায় ৪০,০০০ মানুষের সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছিলেন আম্মা। লেখা পড়া আর অঙ্ক কষার এই পরীক্ষায় আম্মাই ছিলেন প্রবীণতম শিক্ষার্থী। আম্মার পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রশংসায় সংবাদ শিরোনাম হল।

বিক্রি হচ্ছে 'পাহাড়ের তাজা হাওয়া'

এক প্যাকেট ৫০ টাকা !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দূষণের শহর থেকে পালিয়ে দুটো দিন তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পাহাড়ে বেড়াতে যায় মানুষ। দার্জিলিং, শিমলা, উটি কী ধর্মশালার মতো হিল স্টেশনের বিশুদ্ধ বাতাস যদি দূষণের শহরেই মেলে! সম্প্রতি এমন অদ্ভুত ভিডিও ভাইরাল (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল) হয়েছে সমাজমাধ্যমে। যেখানে দেখা গিয়েছে, দিল্লি শহরে বিক্রি হচ্ছে পাহাড়রাজ্য হিমাচলের হিল স্টেশন ধর্মশালার তাজা বাতাস। এক কৌটো পাহাড়ি হাওয়ার দাম নাকি ৫০ টাকা! ভিডিও দেখে সকলেই অবাক। অনেকেই অবশ্য বিষয়টিকে সন্দেহের চোখে দেখছেন।এক্স হ্যান্ডেল ভাইরাল হয়েছে ভিডিওটি। সেখানে দেখা গিয়েছে, কীভাবে ধর্মশালার পাহাড়ি এলাকায় পলিথিনের প্যাকেটে তাজা হাওয়া

ভরা হচ্ছে। এরপর সেটিকে প্লাস্টিকের একটি জারে রাখা হচ্ছে। একটি পাম্পিং পদ্ধতিতে ওই হাওয়া আপনি চোখেমুখে নিতে পারেন। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, দূষণে জেরবার দিল্লিতে এক যুবক বিক্রি করছে ওই হাওয়া। প্ল্যাস্টিকের জারে রয়েছে একটি লেবেল। সেখানে হিন্দিতে লেখা; 'পাহাড় কী তাজি হাওয়া', অর্থাৎ পাহাড়ের তাজা হাওয়া। এই হাওয়ার দাম ৫০ টাকা। এই ভিডিও অধিকাংশ নেটিজেনকে বেজায় অবাক করেছে। এভাবেও যে পাহাড়ের হাওয়া খাওয়া যেতে পারে, তা ভাবার বাইরে ছিল। কেউ কেউ বলছেন, ভালোই তো, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নতুন, মজার। কারও কারও বক্তব্য, আদৌ এভাবে হাওয়া বিক্রি সম্ভব নয়।

আদতে দিল্লির দূষণ কতটা বোঝাতেই সৃজনশীল ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। অনেকে আবার বলছেন, স্রেফ জালিয়াতি করে টাকা কামানোর চেষ্টা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 20-04-2026 15:30 Page 3

খোঁড়া রাস্তায় জল জমে দুর্ভোগ, ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা

নয়া জামানা,মালদহ ঃ হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন রোড সংলগ্ন তেতুলবাড়ি এলাকায় রাস্তায় জল জমে দুর্ভোগ। অভিযোগ নিকাশি নালার জন্য রাস্তা খনন করা হয়েছে মাস দুয়েক আগে। সেই খনন করা রাস্তায় এদিন রাতের বৃষ্টির জল জমে জমে , বিপাকে তেতুলবাড়ি পাড়ার বাসিন্দারা। ব্লক প্রশাসন খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন রোড সংলগ্ন তেতুলবাড়ি পাড়ায় গত প্রায় দুই মাস আগে নিকাশি নালা নির্মাণের জন্য রাস্তা খুঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে ওই এলাকার প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়েছে এবং চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ,রাস্তা খোঁড়ার পর দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও তা

মেরামতের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। এর ফলে প্রতিদিনই ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে বয়স্ক ও অসুস্থদের জন্য পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।সম্প্রতি এক গর্ভবতী মহিলাকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা সম্ভব না হওয়ায় তাকে কোলে করে প্রধান সড়ক পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। কারণ, খোঁড়া রাস্তার জন্য কোনও যানবাহন, এমনকি অ্যাম্বুলেন্সও ওই এলাকায় প্রবেশ করতে পারছে না।

এই সমস্যার কথা স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে গত ২৯ মার্চ ও ১৬ এপ্রিল থানা সহ ব্লক প্রশাসনকে লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে । কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। বাসিন্দাদের দাবি দ্রুত রাস্তা সংস্কার করে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা হোক। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর- ১ ব্লক প্রশাসন জানিয়েছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভোটের ডিউটিতে এসে মৃত্যু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের, চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুর ঃ ভোটের ডিউটিতে এসে এক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। রবিবার গভীর রাতে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই জওয়ান। সহকর্মীরা তড়িঘড়ি তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে প্রশাসন।পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত জওয়ানের নাম সুরেশ কুমার, বয়স প্রায় ৩০ বছর। তিনি ছত্তিশগড়ের ফরিয়াবাদ থানার অন্তর্গত মদনপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্বে কয়েকদিন আগে রায়গঞ্জে আসেন সুরেশ কুমার।জানা গেছে, প্রায় দশদিন আগে কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অধীনে বামাহা হাইস্কুলে অস্থায়ী ক্যাম্পে ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই ভোটের দায়িত্ব পালন করছিলেন। রবিবার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে চিকিৎসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রুদ্রদেব গুপ্তা। তিনি জানান, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় এলাকায় এবং বাহিনীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ভোটের ডিউটিতে থাকা অবস্থায় এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে। রায়গঞ্জের পুলিশ সুপার কুলদীপ সুরেশ সোনাওয়ানে জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। ততদিন পর্যন্ত তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

তৃণমূল কর্মীকে গুলি ! কাঠগড়ায় বিজেপি

নয়া জামানা,গোসাবা ঃ ভোটের আগে তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোসাবায়। রবিবার রাতে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহত তৃণমূল কর্মীর নাম দিব্যেন্দু গায়েন, বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তিনি গোসাবার শম্ভুনগর এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন দিব্যেন্দু। সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী আচমকা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি লাগার পর রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। শব্দ শুনে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গিয়েছে, তাঁর পিঠে গুলি লেগেছে এবং তাঁকে কড়া পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভোটের মুখে এমন ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ তোলা হয়েছে। শাসকদলের দাবি, এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতেই এই হামলা চালানো হয়েছে।অন্যদিকে, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

পাশাপাশি, ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক না ব্যক্তিগত কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

ভোট দিতে না পেরে ক্ষুব্ধ ভোটকর্মীরা, জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ফের ভোটকর্মীদের ভোট দিতে না পারার অভিযোগ সামনে এল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী প্রশিক্ষণের দিনই তাঁদের ভোট দেওয়ার কথা থাকলেও সেদিন তা সম্ভব হয়নি। এরপর টানা কয়েকদিন চেষ্টা করেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি তাঁরা। সোমবার সকালে আবারও ভোট দেওয়ার আশায় লাইনে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন ভোটকর্মীরা। বরং তাঁদের হয়রানির শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।

জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে বহরমপুরে দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছিলেন এই ভোটকর্মীরা। নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণের পরেই তাঁদের ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন কোনও ব্যবস্থা না থাকায় ভোট দেওয়া হয়নি। তারপর থেকে চারদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও ভোট দিতে পারেননি তাঁরা। সোমবার কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ান অনেকে।

দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর তাঁদের জানানো হয়, নিজ নিজ মহকুমায় গিয়ে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে হবে।

এই ঘোষণা ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভোটকর্মীরা। তাঁরা অভিযোগ করেন, আগে থেকে এই তথ্য জানানো হয়নি এবং অযথা তাঁদের হয়রানি করা হয়েছে। এরপরই একাংশ ভোটকর্মী বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান।ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছন বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ভোটকর্মীরাই যদি ভোট দিতে না পারেন, তাহলে নির্বাচনী ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা কোথায় থাকে। তাঁর কথায়, এতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।উল্লেখ্য, এর আগেও মুর্শিদাবাদের লালবাগে একই ইস্যুতে বিক্ষোভ হয়েছিল। পাশাপাশি আমতা এলাকাতেও পোস্টাল ব্যালট না পৌঁছনোর অভিযোগে ভোটকর্মীরা ভোট দিতে পারেননি এবং প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেন। এই ধারাবাহিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

ভোটের আগে তালিকায় বিভ্রাট, বঞ্চনার অভিযোগ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আর মাত্র দুটো রাত। তারপরই বাংলাজুড়ে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব ভোট। চারদিক প্রস্তুত, কড়া নিরাপত্তা, রাজনৈতিক উত্তাপ সব মিলিয়ে একেবারে জমজমাট পরিবেশ। কিন্তু এবারের ভোটে একটা অন্যরকম ছবি সামনে এসেছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন, ভারতীয় নাগরিক হয়েও তাদের নাম নেই ভোটার তালিকায়। ফলে ভোটের দিনেও বুথে গিয়ে তারা ভোট দিতে পারবেন না। এই নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে গণতন্ত্রের এই উৎসবে তাহলে কি তারা অংশ নিতে পারবেন না? নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে নির্বাচন কমিশন। নিয়ম অনুযায়ী চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর যদি কারও নাম না থাকে, তাহলে সেই নির্বাচনে ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট স্বচ্ছতা বজায় রাখার কথা বলেছে, তবুও শেষ মুহূর্তে তালিকায় বড় কোনও পরিবর্তনের সুযোগ খুবই কম। অন্যদিকে, নিরাপত্তার প্রশ্নে এবারে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন। রাজ্যের প্রায় সব বিধানসভা এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে সেন্ট্রাল আর্ম পুলিশ ফোর্স । আগে যেসব ভারী নিরাপত্তা গাড়ি আমরা মূলত জম্মু এন্ড কাশ্মীর এর মতো এলাকায় দেখতাম, সেই একই ধরনের গাড়ি এখন বাংলার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে।

মেয়ের বিয়ের আগে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু বাবার , শোকে স্তব্ধ পরিবার

নয়া জামানা, ধুপগুড়ি ঃ মেয়ের বিয়ে আর দেখা হল না পিতার। ইলেকট্রিক শক লেগে মৃত্যু হল পিতার। ধুপগুড়ি মহকুমার মাগুরমারি এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিরহাট সংলগ্ন বসের ডাঙ্গা এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। মৃত ব্যক্তির নাম প্রদীপ রায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় দুদিন পরেই অর্থাৎ আগামী মঙ্গলবার মেয়ে প্রিয়াঙ্কা রায়ের বিয়ে। এদিকে আজ সকালে পরিবারের তরফে বড়কালী মায়ের মন্দিরের পুজো দিতে আসে বাড়ির সকলে। ঠিক সে সময় ঘটে যায় দুর্ঘটনা। পরিবারের দাবি বাড়িতে মোটর ঠিক করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশত ইলেকট্রিক শক লেগে যায় যায় সেই ব্যক্তিকে। কেউ সেভাবে নজর না দেওয়ায় অনেকক্ষণ সেখানেই পড়ে থাকেন সেই ব্যক্তি বলেই দাবী । কিছুক্ষণ পরেই বাড়ির লোকজনের নজরে আসতেই চিৎকার চেঁচামেচিতে এলাকাবাসিরাও সবাই ছুটে আসে। এদিকে তড়িঘড়ি সেই ব্যক্তিকে ধুপগুড়ি মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে দুদিন বাদেই গধেয়ারকুঠি চড়চড়াবাড়ি এলাকায় মেয়ের বিয়ে। বিয়ে উপলক্ষে বিয়ের প্যান্ডেল, নিমন্ত্রণ এমনকি বিয়ের সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল পরিবারের। কিন্তু এখন কি হবে? তা ভেবেই কুল পাচ্ছেন না পরিবারের সদস্যরা। ঘটনায় ব্যাপক শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায় ।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 20-04-2026 15:30 Page 4

বারাকপুরের পার্কে আজও পাহারা দিচ্ছেন সিপাহি নেতা মঙ্গল পাণ্ডে

শিয়ালদহ থেকে মেন লাইনের ট্রেনে অষ্টম স্টেশন বারাকপুর । স্টেশনের বাইরে টোটো, অটো, রিক্সার স্ট্যান্ড। তার কোনোটাতে চেপে পৌঁছে যাওয়া যায় নির্দিষ্ট গন্তব্যে। মঙ্গল পাণ্ডে পার্ক। জনপদটির নাম শুনলে মনে পড়ে যায় সিপাহি বিদ্রোহের কথা। এই মাটিতেই একদিন ইংরেজদের ভারী বুটের আস্ফালন সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করেছিলেন সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে। ১৮৫৭ সালে এই বারাকপুরের সেনানিবাসে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। বলা হয়, বারাকপুর থেকেই সিপাহি বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভারতের সর্বত্র। একদিন বিদ্রোহ করার শাস্তি হিসেবে ব্রিটিশরা বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের মাঠে একটি বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয় তাঁকে।গঙ্গার তীরে সাজানো শহর বারাকপুর । চারদিকে তাকালেই সবুজের নেশায় চাঙ্গা হয়ে যায় শরীর। ঝাঁ চকচকে রাস্তা, বাহারি আলো, একের পর এক স্কুল, কলেজ, সব কিছু নিয়েই জমজমাট এই ব্যাস্ত জনপদটি। নদীর পাড় বরাবর হেঁটে গেলে মনে হয় শত ব্যাস্ততার মধ্যেও যেন কোনো এক নিস্তব্ধতা গ্রাস করছে অনবরত। আর করবে নাই বা কেন! বারাকপুরের 'ব্যারাক' মানেই তো সেনাবাহিনী। এখনও সেই বাহিনীর পাহারার বহর নজর এড়ায় না। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বন্দুকধারীদের টহলদারি চলে রোজদিন। এ শহরের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস। জড়িয়ে আছে প্রাচীন লাটসাহেবের বাংলো, এশিয়ার প্রথম চিড়িয়াখানা, বিখ্যাত ঘোড়দৌড়ের বিলুপ্ত ইতিহাস সহ আরও নানা কিছু। লর্ড ক্যানিংয়ের ভালোবাসার শহর ছিল বারাকপুর। এখানেই রয়েছে দেশের প্রাচীনতম বিমানঘাঁটি। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, সীমান্ত গান্ধী বাদশা খান, ও ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেব সহ বহু মনিষীর পদধূলি পড়েছে বারাকপুরের ইতিহাসে। স্টেশন থেকে টোটো অথবা অটোয় মিনিট দশেকের রাস্তা। লোহার গেটের ওপর বড়ো বড়ো করে লেখা 'মঙ্গল পাণ্ডে পার্ক'। সিপাহি নেতা মঙ্গল পাণ্ডের নামানুসারেই এই উদ্যানটির নামকরণ করা হয়েছে এরকম। ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চল এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পাশেই অবস্থিত এই পার্ক। ১০ টাকার টিকিট কেটে ঢুকতে হয় ভিতরে। ক্যামেরায় ছবি তুলতে চাইলে রয়েছে ভিন্ন টিকিটের ব্যবস্থাও। বিদ্রোহের আগুনে একদিন তোলপাড় হয়েছিল যে জায়গা আজ সেখানেই এক অন্য দুনিয়া। পার্কের ভিতরে দুইধারে সাজানো গাছের সারি। এগোলেই চোখে পড়বে মঙ্গল পাণ্ডের আবক্ষ মূর্তি। একটু দুরেই রয়েছে বৃহৎ এক কামান, যা সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাসের।প্রাচীনত্বের মধ্যেই এক টুকরো স্মৃতির আস্তানা মঙ্গল পাণ্ডে পার্ক। একদিকে অতীতের সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস অন্যদিকে বর্তমানে প্রেমিক-প্রেমিকার কথোপকথনে নিত্যদিন মোহময়ী হয়ে ওঠে এই পার্কটি। সমগ্র পার্ক জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র পুরনো গাছ। বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্য রয়েছে দোলনা, স্লিপ ইত্যাদি নানা কিছু। একপাশে সার দিয়ে সাজানো রয়েছে বেশ কয়েকটি বেঞ্চ। জনপ্রিয়তা এতোটাই তুঙ্গে যে, ছুটির দিন তো বটেই সপ্তাহের যেকোনো দিনেই এখানে ফাঁকা বসার জায়গা মেলা ভার! এছাড়াও রয়েছে নৌকা ভ্রমণের ব্যাবস্থা। মাঝির সঙ্গে খানিক দরদাম করে উঠে পড়াই যায় তাতে। গঙ্গার হাওয়া মেখে, পড়ন্ত বিকেলে সূর্যাস্ত দেখার লোভ যে কাউকে সহজেই বিভোর করে দেবে, নিশ্চিত।যে স্থানে একদিন মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়েছিল আজ সেখানেই রয়েছে তাঁর স্মৃতি মূর্তি। ইংরেজ শাসনের শেষে স্থাপিত হয় এই মূর্তি। পার্কটি গড়ে উঠেছে তার অনেক পরে। নদীর পাড়ে যখন একের পর এক স্কুল কলেজ তৈরি হল, তখন কাছেই বিশ্রামের জায়গা হিসেবে পরিচিতি পেতে শুরু করে মঙ্গল পাণ্ডে পার্ক। নব্বইয়ের দশক থেকেই পার্কে জনসমাগম বাড়তে থাকে। এ চত্বরের গাছ, নদী এমনকি প্রতিটা বেঞ্চ আজও সাক্ষ্য দেয় বন্ধুত্বের, প্রেমের, আড্ডার অথবা মান অভিমানের। প্রতিদিন সকাল ৮ টা থেকে বিকেল ৬ টা অবধি খোলা থাকে উদ্যানের দরজা।বর্তমানের চাহিদা মেনে চা, ফুচকা, আইস্ক্রিম ইত্যাদির ব্যবসাও জমে উঠেছে পার্ক ঘিরে।

সম্প্রতি পার্কের ভিতরেও নতুন রেস্টুরেন্ট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বেতের সাজ এবং বাহারি আলোয় নতুন করে সেজে উঠেছে মঙ্গল পাণ্ডে পার্ক চত্বর। যদিও তাতে সিপাহি বিদ্রোহের ইতিহাস ফিকে হয়নি একটুও। এখনও সবকিছু দাঁড়িয়ে থেকে নজর রাখছেন স্বয়ং মঙ্গল পাণ্ডে। কলকাতা থেকে দিনের দিন গিয়ে আবার ফিরে আসা যায় বারাকপুর থেকে। সপ্তাহান্তে একটি দিন চাইলেই ঘুরে আসা যায় ইতিহাসের শহর বারাকপুর থেকে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

শিয়ালদহ থেকে মেন লাইনের ট্রেনে অষ্টম স্টেশন বারাকপুর । স্টেশনের বাইরে টোটো, অটো, রিক্সার স্ট্যান্ড। তার কোনোটাতে চেপে পৌঁছে যাওয়া যায় নির্দিষ্ট গন্তব্যে। মঙ্গল পাণ্ডে পার্ক। জনপদটির নাম শুনলে মনে পড়ে যায় সিপাহি বিদ্রোহের কথা। এই মাটিতেই একদিন ইংরেজদের ভারী বুটের আস্ফালন সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করেছিলেন সিপাহি মঙ্গল পাণ্ডে। ১৮৫৭ সালে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।